শ্রীঅরবিন্দ

পত্রাবলী

মূল্য—১৷৹ টাকা

56/'51/2000

শ্রীঅরবিন্দ

পত্রাবলী

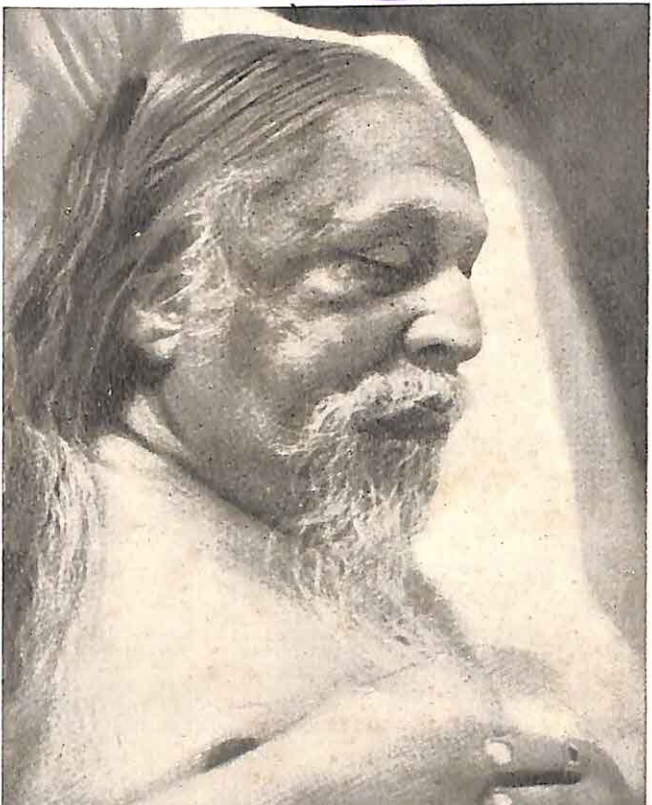
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দের এই গ্রন্থখানি তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে লিখিত পত্রোত্তর হইতে সংগৃহীত। এইগুলি সবই ১৯৩৪—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। পত্রগুলি বিষয়ানুসারে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সাজান হইল—পাঠকদের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক হইবে আশা করা যায়।

প্রথম সংস্করণ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫১

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত

সূচীপত্র



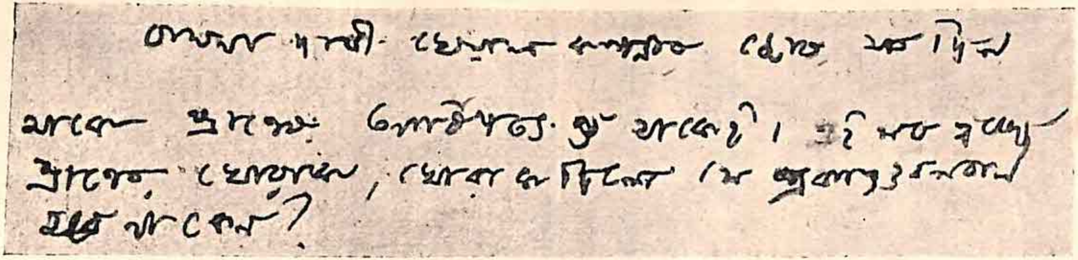
আগস্ট ১৫, ১৮৭২ শ্রীঅরবিন্দ ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০

বাধা-বিঘ্ন

বাসনা—অধৈর্য্য—বিমর্ষতা

অহঙ্কার

খারাপ শক্তির প্রভাব



চিন্তাশূন্য বিশালতার অবস্থাকে প্রাণ ভালবাসে না। সে চায় গতি, যেরকম গতিই হোক, জ্ঞানের বা অজ্ঞানের। কোন অচঞ্চল স্থির অবস্থা তার পক্ষে নীরস লাগে।

*

ব্যথায়, হতাশায়, নিরানন্দে, নিরুৎসাহে কেউ কখনও যোগপথে উন্নতি লাভ করেনি। ওই সব না থাকা ভাল।

*

উর্দ্ধের অনুভূতি চাই, নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তরও চাই। হর্ষ বিষাদ হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নতির অন্তরায়—এসব অতিক্রম করে উর্দ্ধের বিশাল ঐক্য ও সমতা প্রাণে ও সর্ব্বত্র নামাতে হয়।

*

বাসনা দাবী খেয়াল কল্পনার জোর যতদিন থাকে প্রাণের অধিপত্য ত থাকেই। এই সব হচ্ছে প্রাণের খোরাক, খোরাক দিলে সে প্রকাণ্ড ও বলবান হবে না কেন?

*

যদি বাসনা পোষণ কর, অধীর হয়ে যাও সাধনার ফলের জন্যে, তাহলে শান্ত নীরব কেমন করে থাকবে। মানুষের স্বভাবের রূপান্তরের মত বড় কাজ, তা কি এক মুহূর্ত্তে হয় ? স্থির হয়ে মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দাও, তাহলে সময়ে সব হয়ে যাবে।

*

তুমি যদি ভিতরে শান্ত ও সমর্পিত হয়ে থাক, তাহলে বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি তোমাকে বিচলিত করবেনা। অশান্তি চঞ্চলতা আর "কেন হচ্ছেনা, কবে হবে" এই ভাব ঢুকতে দিলে বাধা-বিঘ্ন জোর পায়। তুমি বাধা-বিঘ্নের দিকে অত নজর দাও কেন ? মায়ের দিকে দাও। নিজের ভিতরে শান্ত সমর্পিত হয়ে থাক। নিম্নপ্রকৃতির ছোট ছোট defect সহজে যায় না। তা নিয়ে বিচলিত হওয়া বৃথা। মায়ের শক্তি যখন সমস্ত সত্তা অবচেতনা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দখল করবে তখন যাবে। তাতে যতদিন লাগে তা হলেও ক্ষতি নাই। সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য সময়ের দরকার।

*

আমরা দূরেও যাইনি ত্যাগও করিনি। তোমার মন প্রাণ যখন অশান্ত হয় তখন এই সব ভুল কল্পনা তোমার মনে ওঠে। বাধা যদি ওঠে, অহংকার যদি আসে, মায়ের উপর ভরসা হারাতে নেই—স্থিরভাবে তাঁকে ডাকতে ডাকতে অচঞ্চল থাক, বাধা অহংকার সরে যাবে।

*

আসল কথা এই যে কাজের মধ্যে অহংকারের বা বহিঃপ্রকৃতির বশ হবে না, তা যদি হও কাজ ত আর সাধনার অংশ হয় না, তা হয়ে যায় সামান্য সাধারণ কাজের সমান। কাজকেও সমর্পিত ভাবে ভিতর থেকে করতে হয়।

*

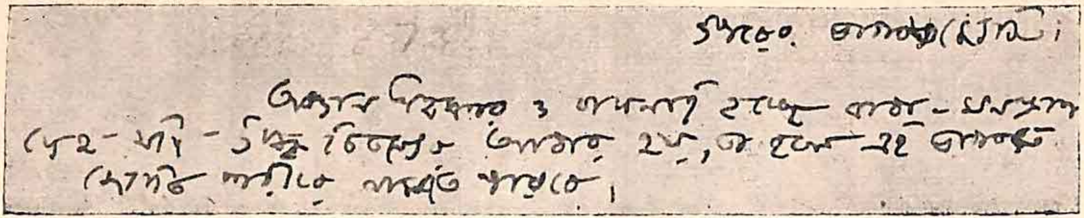
বহিশ্চেতনা অজ্ঞানময়, যা আসে উপর থেকে তার যেন একটা ভুল transcription, যেন ভুল নকল বা ভুল অনুবাদ করতে চায়, নিজের মত গড়তে যায়, নিজের কল্পিত ভোগ বা বাহ্যিক স্বার্থে বা অহংভাবের তৃপ্তির দিকে ফিরাতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে মানব স্বভাবের দুর্ব্বলতা। ভগবানকে ভগবানের জন্যই চাহিতে হয়, নিজের চরিতার্থতার জন্য নয়। যখন psychic being ভিতরে সবল হয়, তখন এই সব বহিঃপ্রকৃতির দোষ কমে যেতে যেতে শেষে নির্ম্মল হয়ে যায়।

*

ইহা ত মানুষ মাত্রই করে—প্রশংসায় হৃষ্ট, নিন্দায় দুঃখিত হয়। কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। তবে সাধকের পক্ষে এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করাই নিতান্ত প্রয়োজন, স্তুতি-নিন্দায় মান-অপমানে অবিচলিত থাকবে। কিন্তু তাহা সহজে হয় না—সময়ে হবে।

*

ইহাই সত্য চেতনার অবস্থা ও দৃষ্টি, গভীরে থাকলে



বা বাহিরের চৈতন্যে এলে ইহা যদি থাকে, তা হলে সব ঠিক এগিয়ে যাবে ভাগবত উদ্দেশ্যের দিকে।

*

এই যোগপথে মিথ্যাই হচ্ছে বড় অন্তরায়, কোন রকম মিথ্যাকে স্থান দিতে নেই—মনেও নয়, কথায়ও নয়, কার্য্যেও নয়।

*

তামসিক সমর্পণের সাথে তামসিক অহংকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তামসিক অহংকার মানে "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল, আমার কোন উন্নতি হবে না, আমার সাধনা হতে পারে না, আমি দুঃখী, ভগবান আমাকে গ্রহণ করেন নি, মরণই আমার একমাত্র আশ্রয়, মা আমাকে ভালবাসেন না, আর সকলকে ভালবাসেন" ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবা। Vital nature এরকম নিজেকে হীন দেখিয়ে নিজেকে আঘাত করে। সকলের চেয়ে খারাপ দুঃখী দুষ্ট নিপীড়িত বলে দেখিয়ে অহংভাবকে চরিতার্থ করতে চায়—বিপরীত ভাবে। রাজসিক অহংকার ঠিক উলটো। আমি বড় ইত্যাদি বলে নিজেকে ফাঁপিয়ে দেখাতে চায়।

*

অজ্ঞান অহংকার ও বাসনাই হচ্ছে বাধা—মন প্রাণ দেহ যদি ঊর্দ্ধচৈতন্যের আধার হয় তাহলে এই ভাগবত জ্যোতি শরীরে নামতে পারবে।

*

মানুষের মনই অবিশ্বাস কল্পনা, ভুল চিন্তায়, অশ্রদ্ধায় ভরা, অজ্ঞানে ও দুঃখেও ভরা। সে অজ্ঞানই সে অশ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের বুদ্ধি অজ্ঞানের যন্ত্র; প্রায়ই ভুল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে আমারই চিন্তা সত্য। তার চিন্তায় ভুল আছে কি নাই আর ভুল কোথায় তা দেখে বিবেচনা করবার ইচ্ছাই তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকারে লাগে, ক্রোধ হয় বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না। অথচ অপরের ভুল দোষ দেখাতে পারলে তার খুব তৃপ্তি হয়। পরের নিন্দা শুনলে সত্য বলে গ্রহণ করে অমনই, কতদূর সত্য তা বিবেচনাও করে না। এরূপ মনের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহজে হয় না। সেজন্য মানুষের কথা শুনতে নাই, তার প্রভাব নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে নাই। যদি শুনতে হয় আসল কথা, নিজের ভিতরে গিয়ে psychic-beingকে জাগাতে হয়, তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে সত্য বুদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও feeling হৃদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা প্রাণে উঠে, psychic-এর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নূতন দৃষ্টি পড়ে, মনের অজ্ঞান, ভুল দেখা, ভুল চিন্তা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর আসে না।

*

হয়ত শরীরে ধ্যানের কিছু বাধা আছে, যাতে বসতে চায় না, তবে ইহাও অনেকের সাধনায় ঘটে যে সাধনা আপনা আপনি চলে। জোর করে বসে ধ্যান করা আর

হয় না। কিন্তু বসতে হাঁটতে শুয়ে থাকতে ঘুমোতে পর্য্যন্ত সাধনা নামে।

*

বোধহয় বাহিরের স্পর্শ থেকে এইসব হয়েছে। এখন এই সব প্রাণের গোলমাল কয়েকজনের মধ্যে বার বার হচ্ছে। একজন থেকে গিয়ে আর একজনের মধ্যে যাচ্ছে একটা রোগের মত। বিশেষ এইভাব যে আমি মরব, আমি এই শরীর রাখব না, এই শরীরে আমার যোগ সাধনা হবে না, এটাই প্রবল। অথচ, এই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ হতে বিনা বাধায় যোগসিদ্ধ হব, এই ধারণা অত্যন্ত মিথ্যা। এই ভাবে দেহ ত্যাগ করলে পরজন্মে বরং আরো বাধা হবে, আর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবেই না। এই সব হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ। তার উদ্দেশ্য সাধকের সাধনা ভেঙ্গে দিতে, মায়ের শরীরকে ভেঙ্গে দিতে, আশ্রমকে আর আমাদের কাজকে ভেঙ্গে দিতে। তুমি সাবধান হয়ে থাক। এই সব তোমার মধ্যে ঢুকতে দিও না।

বাইরের লোক আমাকে শাসন করে, আমার খুব লেগেছে, আমি মরে যাব, এ হচ্ছে প্রাণের অহংকারের কথা, সাধকের কথা নয়। আমি তোমাকে সতর্ক করেছি, অহংকারকে স্থান দিও না। কেহ যদি কোন কথা বলে, অবিচলিত হয়ে শান্তমনে নিরহংকারভাবে থাক, মায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়ে।

*

মরে যাওয়ায় কোন মিটমাট হয় না। এই জন্মে যেসব বাধাকে নষ্ট না করলে, তুমি কি মনে কর আর জন্মে সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দেবে? এই জন্মেই পরিষ্কার করতে হয়।

*

এই সব প্রাণের বৃথা বিলাপকে উঠতে দিলে কেমন করে অনুভূতি আসবে, এলেও কি করে টিঁকবে বা সফল হবে—এই প্রাণের কান্না শুধু অন্তরায় হয়ে যায়।

এই সব বিলাপ ও হাহুতাশের কথা যোগপন্থায় অগ্রসর হবার বাধা, আর কিছু নয়—শুধু প্রাণের একরকম তামসিক খেলা। এই সব ছেড়ে দিয়ে শান্তভাবে সাধনা করলে শীঘ্র উন্নতি হয়।

*

যা দেখেছ তা সত্যই—তবে যাকে খারাপ শক্তি বল, সে সাধারণ প্রকৃতি মাত্র। সেই প্রকৃতিই মানুষকে প্রায় সব করায়—সাধনায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে হয়—তবে সহজে হয় না,—দৃঢ় স্থির চেষ্টায় শেষে হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

*

যখন সাধক খাঁটি চেতনার মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করে তখনও অন্য অংশগুলি থাকে, তবে খাঁটি চেতনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলে।

*

খারাপ শক্তি ছাড়া কি এমন নীচে টানতে ও দুর্ব্বল ব্যতিব্যস্ত করে ফেলতে পারে ? Atmosphere-এ এইরূপ শক্তি অনেক ঘুরছে সাধকরা আশ্রয় দেয় বলে। যদি আসে তোমার উপর, মাকে ডেকে প্রত্যাখ্যান করে দাও। কিছু করতে পারবে না, টি ঁকতে পারবে না।

*

বাধা সহজে সম্পূর্ণ যায় না। খুলতে খুলতে, চেতনা বাড়তে বাড়তে শরীর-চেতনা পর্য্যন্ত যখন রূপান্তরিত হয় তখন বাধা সম্পূর্ণ চলে যায়। তার আগে কমে যাবে, বেরিয়ে যাবে, বাহিরে বাহিরে থাকবে,—তুমি বাধায় বিচলিত না হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখ। বাধাকে নিজের বলে আর স্বীকার করো না—তা হলে তার জোর কমে যাবে।

সত্তার অংশ

ভিতরের ও বাহিরের সত্তা

অবচেতনা—শারীর চেতনা—প্রাণপুরুষের
তিন স্তর— মনের তিন স্তর—
অধিমানস ও অতিমানস

চৈত্যপুরুষ

সত্তার কোন অংশ ত্যাগ করা যায় না, রূপান্তরিত করতে হয়। প্রকৃতির কোন বিশেষ গতি ত্যাগ করা যায়, সত্তার অংশগুলো স্থায়ী।

*

সাধনা করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে যেন স্বতন্ত্র দুটি সত্তা আছে, এক ভিতরের জিনিস নিয়ে থাকে, শান্ত বিশুদ্ধ ভাগবত সত্যের দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে থাকে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর একটি বাহিরের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত। তারপরে দুটীর একটা ভাগবত ঐক্য স্থাপন করা হয়—ঊর্দ্ধজগৎ ও বহির্জগৎ এক হয়ে যায়।

*

সাধারণ মানুষের সামনের দিকই জাগ্রত—কিন্তু এই সামনের জাগ্রত চৈতন্য সত্যি-সত্যি জাগ্রত নয়, তা অবিদ্যা-পূর্ণ, অজ্ঞ। তার পেছনে রয়েছে inner being-এর ক্ষেত্র—যে ভাবে রয়েছে, যেন ঘুমন্ত। কিন্তু এই আবরণটি খুললে এই পেছনের চৈতন্যই খোলা দেখা যায়, সেইখানেই আলো শক্তি শান্তি ইত্যাদি প্রথম নামে। যা বাহিরের

জাগ্রত সত্তা করতে পারে না তা এই পেছনের ভেতরের সত্তা সহজে করতে পারে, ভগবানের দিকে বিশ্বচৈতন্যের দিকে নিজেকে খুলে বিশাল মুক্তচৈতন্য হয়ে যেতে পারে।

*

এই সব আক্রমণ যদি ঢুকতে না পারে বা ঢুকেও টিকতে না পারে, বুঝতে হবে যে outer beingএর চেতনা জাগ্রত হয়েছে আর তার শুদ্ধি অনেকটা progress করেছে।

*

যখন অবচেতনা থেকে তমোভাব উঠে শরীরকে আক্রমণ করে, তখন এইরূপ অসুখের মতন করে—উপর থেকে মায়ের শক্তিকে শরীরের মধ্যে ডাক সব চলে যাবে।

*

অবচেতনার বাধা হতে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে প্রথম সেগুলোকে চিনে নেওয়া, তারপর সেগুলোকে reject করা, শেষে মায়ের ভিতরের বা উপরের আলো চেতনা শারীর চেতনার মধ্যে নামান। তা হলে অবচেতনায় ignorant movementsকে তাড়িয়ে তার বদলে সে চেতনার movements স্থাপিত হবে। কিন্তু এ সহজে হয় না—ধৈর্য্যের সহিত করতে হবে—দৃঢ় patience চাই। মায়ের উপর ভরসাই সম্বল। তবে ভিতরে থাকতে পারলে, ভিতরের দৃষ্টি ও চেতনা রাখতে পারলে

তত কষ্ট ও পরিশ্রম হয় না—তা সব সময় পারা যায় না; তখন শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়।

*

যখন physical consciousness প্রবল হয়ে তার সকলকে ঢেকে সমস্ত স্থান ছড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তখন এই রকম অবস্থা হয়—কারণ এই দেহ-চেতনার স্বতন্ত্র প্রকৃতি যখন প্রকাশ হয়, তখন সব বোধ হয় জড়বদ্ধ তমোময়, জ্ঞানের প্রকাশ রহিত, শক্তির প্রেরণা রহিত। এই অবস্থাতে সম্মতি দেবেনা—যদি আসে, মায়ের আলো ও শক্তিকে এই দেহ-চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে আলোময় ও শক্তিময় করবার জন্য ডেকে আনবে।

*

Physical-এর কেন্দ্র মেরুদণ্ডের শেষভাগে, যাকে মূলাধার বলে, সেখানে—তবে প্রায়ই দেখা দেয়না, তার presence অনুভব করা যায়।

*

এ ত প্রাণময় পুরুষ, emotional vital-এ অধিষ্ঠিত। প্রাণময় পুরুষের তিনটি স্তর আছে—হৃদয়ে, নাভিতে নাভির নীচে। হৃদয়ে সে হয় emotional being, নাভিতে বাসনাময়, নাভির নীচে sensational অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের টান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের ভাব নিয়ে ব্যস্ত।

*

আত্মাই এইরূপ অসীম বিরাট ইত্যাদি। ভিতরের

মন প্রাণ physical consciousness যখন সম্পূর্ণরূপে খোলে তারাও তাই হয়—বাহিরের মন প্রাণ দেহ শুধু যন্ত্র, এই জগতের বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ও খেলার জন্য। বাহিরের মন প্রাণ দেহও যখন আলোময় চৈতন্যময় হয় তখন তারা আর সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ বলে বোধ হয় না। তারাও অন্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

*

মনের অনেক রকম গতি হয়, যাদের কোন সামঞ্জস্য নাই—সাধকেরও হয়, সাধারণ মানুষেরও হয়, সকলেরই হয়; তবে সাধক দেখে ও জানে, সাধারণ মানুষ নিজের ভিতর কি হচ্ছে তা বোঝে না। ভগবানের দিকে সব ফিরাতে ফিরাতে এক-মন হয়ে যায়।

*

সাধারণ মনের তিনটি স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা বুদ্ধির, ইচ্ছাশক্তির স্তর (বুদ্ধি-প্রেরিত will) আর বহির্গামী বুদ্ধি। উপরের মনেরও তিনটি স্তর আছে—higher mind, illumined mind, intuition. মাথার মধ্যে যখন দেখছ, ওই সাধারণ মনের তিনটি স্তর হবে—উপরের দিকে খোলা, প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশেষ ভাগবতী শক্তি কাজ করতে নামছে।

এই বিরাট অবস্থা মাথায় যখন হয়, ওর অর্থ মন বিশাল হয়ে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গলা

ইত্যাদির বিরাট হওয়ার অর্থ—সেই সেই কেন্দ্রের যে চেতনা তাদেরও সেই অবস্থা আরম্ভ হচ্ছে।

*

Higher mindএ বাস করা তত কঠিন নয়—চেতনা মাথার একটু উপরে যখন ওঠে তখন তাহা আরম্ভ হয়—কিন্তু Overmindএ উঠতে অনেক সময় লাগে, খুব বড় সাধক না হলে হয় না। এই সব স্তরে বাস করলে মনের বাঁধন ভেঙ্গে যায়, চেতনা বিশাল হয়ে যায়, ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান কমে যায়, সবই এক, সকলই ভগবানের মধ্যে ইত্যাদি ভাগবত বা অধ্যাত্ম জ্ঞান সহজ হয়ে যায়।

*

সাধনা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারে। আগে ছিল ভিতরের সাধনায়, সহজ ধ্যানের অবস্থা—এখন প্রয়োজন অন্তর বাহিরকে এক করা—দেহ-চেতনা পর্য্যন্ত।

*

জ্ঞান অনেক রকম আছে—চেতনা যেমন, জ্ঞানও তেমন। উর্দ্ধচেতনার জ্ঞান সত্য ও পরিষ্কার—নিম্ন-চেতনার জ্ঞান সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত, অপরিষ্কার। বুদ্ধির জ্ঞান একরকম, supramental চেতনার জ্ঞান আর এক-রকম, বুদ্ধির অতীত। শান্ত জ্ঞান উর্দ্ধচেতনার।

*

এই হচ্ছে উর্দ্ধচেতনার সোপান—এই চেতনার অনেক স্তর বা সমতল ভুমি, এই সোপানে ভূমির পর ভূমিতে

(please)

[illegible]

উঠে শেষে অতিমানসে উঠে—ভগবানের সীমাহীন আলোময় আনন্দময় অনন্তে।

উপরের এই জগৎ হচ্ছে উর্দ্ধচৈতন্যের ভূমি (plane), আমাদের যোগসাধনার দ্বারা নামছে। পার্থিব জগৎ আজকাল বিরোধী প্রাণজগতের তাণ্ডবনৃত্যে পূর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ।

*

Psychic being ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান, আর সে-টান বাসনাশূন্য, দাবী নাই, নীচ কামনা নাই। Psychic emotion পবিত্র নির্ম্মল। Emotional vital-এর অংশ—বাসনা, দাবী, অহংকার, অভিমান ইত্যাদি যথেষ্ট আছে, ভগবানকে চায় নিজের অহংকার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে—তবে Psychic-এর স্পর্শে শুদ্ধ পবিত্র হতে পারে।

*

Psychic সত্তা মন প্রাণ দেহের পিছনে আর এই তিনটিকেই স্পর্শ করে থাকে। মনের ওই ধারে অধ্যাত্ম সত্তা ও উর্দ্ধচেতনা।

*

পিছন দিকে psychic being-এর স্থান, আর সেখানে যত কেন্দ্র,—যেমন হৃদ্‌কেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র, শরীরকেন্দ্র, সেখানে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠার স্থান।

এই জন্য এই পিছনের দিকটার চেতনার অবস্থা বড় important.

*

সবই নির্ভর করে psychic-এর প্রাধান্যের উপর—বহিঃপ্রকৃতি ক্ষুদ্র অহংকার আর বাসনা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্যস্ত ; মানস পুরুষ আত্মা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ক্ষুদ্র অহমের তাতে কোন তৃপ্তি নাই, ক্ষুদ্রত্বকেই চায়। Psychic ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত, সমর্পণ তারই কাজ—এক psychic-ই বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করতে পারে।

*

হয় psychic আধারের নিয়ামক (ruler, চালক, পথপ্রদর্শক) হয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ শরীর-চেতনাকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করবে, নয় উর্দ্ধচৈতন্য শরীর-চেতনা পর্য্যন্ত নেমে সমস্ত আধারকে দখল করবে, তাহলে স্থূল চেতনায় শক্ত ভিত্তি হয়ে যাবে।

*

যা খুলেছে তা psychic আর heart-এর consciousness—উপর হ'তে আসছে higher mind-এর ও ভাগবত চেতনার আলো ও শান্তি। যা চাঁদের মত উঠছে, তা psychic থেকে আধ্যাত্মিক aspiration-এর স্রোত।

*

তাহাই চাই—হৃদয়পদ্ম খোলা, সমস্ত nature হৃদয়স্থ psychic being-এর বশ হওয়া, এতেই নবজন্ম হয়।

যোগের ভিত্তি

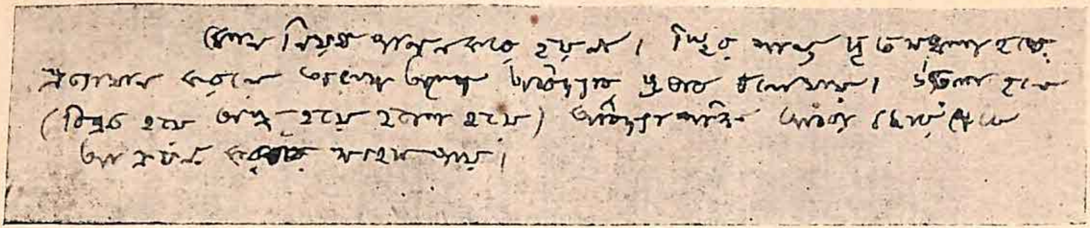
সংযম—প্রকৃতির শুদ্ধি—শান্তি ও সমর্পণ

নিজেকে সংযত করে রাখা—কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়া, কারও vital টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজেও তার উপর কিছু ফেলবেনা vital মোহ বা আকর্ষণ—ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা।

*

পাপের কথা কেন—পাপ নয়, মানুষের দুর্ব্বলতা। আত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধ, psychic being (চৈত্যপুরুষও) শুদ্ধ, সাধনা দ্বারা অন্তরতাও (inner mind, vital, physical) শুদ্ধ হতে পারে, অথচ external being, বহিঃসত্তা বহিঃপ্রকৃতিতে সেই চরিত্রের পুরাতন দুর্ব্বলতা অনেকদিন লেগে থাকতে পারে, সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা কঠিন। চাই complete sincerity, চাই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য, চাই সদাজাগ্রত ভাব। Psychic being যদি সামনে থাকে, সর্ব্বদা জেগে থাকে, প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ভয় নাই, কিন্তু তা সব সময়ে হয়না। রাক্ষসী মায়া সেই পুরাণো weak pointদের ধরে মনকে ভুলিয়ে প্রবেশ করবার পথ পায়। প্রত্যেকবার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পথ রোধ করতে হয়।

*



প্রাণকে ধ্বংস করতে নাই, প্রাণ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না, জীবনও থাকে না, প্রাণকে রূপান্তর দিতে হয়, ভগবানের যন্ত্র করতে হয়।

*

নিজের ভিতরে শান্তি, মায়ের শক্তি ও আলো রেখে শান্তভাবে সব কর—তাহলে আর কিছুর দরকার নাই—সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

*

দুই বিপরীত প্রভাবের দ্বন্দ্ব—সত্যশক্তির প্রভাব যখন দেহকে স্পর্শ করে তখন সব সুস্থ হয়ে যায়—অবিদ্যার প্রভাবে রোগ ব্যথা স্নায়বিক বিকার ফিরে আসে।

*

অবিদ্যার মধ্যে যা থাকে সে-সব এক বিশ্ব-চৈতন্যের মধ্যেই থাকে আলো অন্ধকারের মত, তাই বলে আলো অন্ধকার সবই যে সমান তা নয়। অন্ধকারকে বর্জ্জন করবে, আলোকে বরণ করতে হবে।

*

কোন নিয়ম পালন করে হয়না। স্থির শান্ত দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে প্রত্যাখ্যান করলে অল্পে অল্পে অবিদ্যার প্রভাব চলে যায়। উতলা হলে (বিব্রত হয়ে অন্ধ হয়ে হতাশ হয়ে) অবিদ্যাশক্তি আরও জোর পেয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায়।

*

বাধা সহজে যায় না। খুব বড় সাধকেরও "আজই" এক মুহূর্ত্তে সব বাধা সরে যায় না। আমি ইহাও অনেক-বার বলেছি যে শান্ত অচঞ্চল হয়ে মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে এগুতে হয়—এক মুহূর্ত্তে হয় না। আজই সব চাই এইরূপ দাবি করলে আরও বাধা হয়। ধীর স্থির হয়ে থাকতে হয়।

*

Psychicএর পিছনে, psychic অবস্থার পিছনে অহংকার থাকতে পারে না। তবে প্রাণ থেকে অহংকার এসে তার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে পারে। যদি ওই রকম কিছু দেখ তা হলে তা গ্রহণ না করে মায়ের কাছে সমর্পণ করবে ত্যাগ করবার জন্য।

*

সোজা রাস্তা psychic-এর পথ, সমর্পণের বলে ও সত্য দৃষ্টির আলোতে বিনা বাঁকে উপরে চলে যায়—যা একটু সোজা একটু ঘুরানো তা হচ্ছে মানসিক তপস্যার পথ, আর একেবারে ঘুরানো যা তা হচ্ছে প্রাণের পথ, আকাঙ্ক্ষা বাসনায় পূর্ণ, জ্ঞানও নাই, তবে প্রাণের সত্য চাওয়া আছে বলে কোন রকমে যাওয়া যায়।

*

প্রথম, চেতনা শূন্য ও বিশাল চাই, তার মধ্যে উপরের আলো শক্তি ইত্যাদি স্থায়ীভাবে স্থান পেতে পারে—

খালি না হলে পুরাণো movementsই খেলে, উপরের জিনিস সুবিধার মত স্থান পায়না।

*

এইরূপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন উর্দ্ধের চেতনা নেমে মন প্রাণকে অধিকার করবার জন্য তৈয়ারী করছে, আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার প্রথম স্পর্শে একটি বিশাল শান্ত শূন্যতাই হয়, তারপর সে-শূন্যতার মধ্যে একটি বিশাল গাঢ় শান্তি নীরবতা, স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে।

*

শুধু উর্দ্ধে যাওয়ায় এ-যোগের সিদ্ধি হয় না—উর্দ্ধের সত্য শান্তি আলো ইত্যাদি নেমে মন প্রাণ দেহে প্রতিষ্ঠিত হলেই সিদ্ধি হয়।

যদি উর্দ্ধচৈতন্য নামে আর তুমি মন প্রাণ দেহের সব মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠা হবে।

*

একেবারে নীরব হওয়া চলে না, ভালও নয়। তবে প্রথম অবস্থায় যতদূর সম্ভব নীরব গম্ভীর হওয়া সাধনার অনুকূল অবস্থা—যখন বাহিরের প্রকৃতি মাতৃময় হয়ে যাবে, তখন কথা বলা হাসি ইত্যাদিতেও সত্য চেতনা থাকবে।

*

উপরের চৈতন্যের স্পর্শ—সেই উপরের চৈতন্যের ভাব, শান্তি, জ্ঞান, গভীরতার অবতরণই যোগসিদ্ধির উপায়।

প্রাণকে সংযত করে সেই শক্তিকেই মন প্রাণ দেহকে অধিকার করতে দিতে হবে।

*

এ ঘুমের অবস্থা বড়ই ভাল। ঘুম এইরূপ সচেতন হওয়া চাই।

*

যখন ঘুম সচেতন হয় তখন এইরূপই হয়—যেমন জাগ্রতে তেমনই ঘুমে সাধনা অনবরত চলে।

*

জাগ্রত অবস্থাতেই সব নামান, সব ভাগবত অনুভূতি পাওয়া এ যোগের নিয়ম। অবশ্য প্রথম অবস্থায় ধ্যানই বেশী হয় আর শেষ পর্য্যন্ত উপকারী হতে পারে—কিন্তু শুধু ধ্যানে অনুভূতি হলে সমস্ত সত্তার রূপান্তর হয়না। জাগ্রতে হওয়া সেজন্য খুব ভাল লক্ষণ।

*

প্রথম শান্তি আসে, সমস্ত আধার শান্ত না হলে জ্ঞান আসা কঠিন, শান্তি স্থাপিত হলে মায়ের বিশাল অনন্ত চৈতন্য আসে, তার মধ্যে ডুবে আমিত্ব মগ্ন হয়ে যায়, লুপ্ত হয়—শেষে আর চিহ্ন থাকে না। থাকে কেবল মা ও মায়ের সনাতন অংশ ভাগবত অনন্তের মধ্যে।

*

ইহা খুব ভাল। এইটি হচ্ছে আসল অনুভূতি। এই শান্তি যখন সমস্ত আধারে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, আর দৃঢ়

নিরেট স্থায়ী হয় তখনই ভাগবত চেতনার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়।

*

শরীরের স্নায়বিক ভাগে (nervous system-এ) শান্তি ও শক্তি নামান, এই ছাড়া উপায় নাই nervesকে সবল করবার।

*

ভিতর থেকে যা বলা হয়েছে তা সত্যই। বহিশ্চেতনার অজ্ঞানে থেকে কেবল ভুল ভ্রান্তি মিথ্যা কষ্ট হয়, সেখানে সব ক্ষুদ্র অহমের খেলা। ভিতরেই থাকতে হয়— আসল সত্য চেতনা সত্য ভাব সত্যদৃষ্টি যার মধ্যে, অহংকার অভিমান বাসনার দাবীর লেশ মাত্র থাকবে না, তাহাই grow করতে দাও, তখন মায়ের চৈতন্য তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব প্রকৃতির অহংকার বিরোধ বিভ্রাট আর থাকবে না।

*

বাধার কথা লোকে যত বেশী ভাবে, বাধা বেশী জোর করে তাদের উপর। ভগবানের কথা বেশী ভাবতে হয় মায়ের কাছে নিজেকে খুলে,—আলো শান্তি আনন্দের কথা।

*

এই অসীম শান্তি যতই বাড়ে ততই ভাল। শান্তিই যোগের প্রতিষ্ঠা।

*

যখন শূন্য অবস্থা হয়, তখন শান্ত হয়ে মাকে ডাক। শূন্য অবস্থা সকলেরই হয় তবে শান্ত শূন্য অবস্থা হলে সাধনার উপকারী হয়—অশান্ত হলে তার ফল হয় না।

মায়ের উপর নির্ভর

পুরুষ কিছুই করেন না, প্রকৃতি বা শক্তিই সব করেন। তবে পুরুষের ইচ্ছা না হলে কিছুই হতে পারে না।

*

শরীরে মা ত আছেনই—গূঢ় চেতনায়—কিন্তু যতদিন বাহির-চেতনায় অবিদ্যার ছাপ থাকে, অবিদ্যার ফলগুলো এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয় না।

*

মা তোমাকে চান আর তুমি মাকে চাও। মাকে তুমি পাচ্ছ এবং আরও পাবে। তবে হয়ত তোমার physical consciousness-এ একটা আকাঙ্ক্ষা আসতে পারে মাঝে মাঝে যে মায়ের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শারীরিক সান্নিধ্য ইত্যাদি থাকা চাই। মা ওসব দিচ্ছেন না কেন, মা হয়ত আমাকে চান না। কিন্তু জীবনের ও সাধনার এই অবস্থায় তাহা হতে পারে না; এমন কি তাহা দিলে সাধক তাতে মজবে আর ভিতরের আসল সাধনা ও রূপান্তর হবে না। চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সান্নিধ্য এবং চাই রূপান্তর—বাহিরের মন প্রাণ দেহ পর্যান্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি করবে ও রূপান্তর হবে। ইহাই মনে রেখে চল।

*

যদি মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি থাকে নির্ভর থাকে, তা হলে মাকে পাওয়া যায়। না থাকলে তীব্র চেষ্টা দ্বারাও পাওয়া যায় না।

*

এ সব হচ্ছে বাহিরের প্রকৃতি যা সাধকের চারিদিকে ঘোরে (ঘুরে বেড়ায়) প্রবেশ করবার জন্য। নিজের মন প্রাণ দেহ এই বাহিরের প্রকৃতির কবলে থাকলে সেই রূপ পর্দ্দা হয় বটে, কিন্তু মায়ের উপর নির্ভর করলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, মায়ের শক্তি সে পর্দ্দা সরিয়ে মন প্রাণ দেহ-চেতনাকে মায়ের যন্ত্রে পরিণত করবে।

*

এই সময় physical consciousness-এর উপর শক্তি কাজ করছে, সেই জন্য অনেকের এই physical consciousness-এর বাধা প্রবলভাবে উঠেছিল—তোমার চঞ্চলতার কারণ এই যে এই বাহিরের physical consciousness-এর সঙ্গে নিজেকে identify করেছিলে, যেন সে চেতনাই তুমি। কিন্তু আসল সত্তা ভিতরে যেখানে মায়ের সঙ্গে সংযোগ থাকে। সেইজন্য physical consciousness-এর অজ্ঞান তামসিকতা ভুল-বোঝা ইত্যাদি নিজের বলে গ্রহণ করতে নেই, যেন বাহিরের যন্ত্র ; সেই যন্ত্রের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব মায়ের শক্তি সারিয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে সাক্ষীর মত

অবিচলিত হয়ে দেখতে হয়—মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে।

মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যার আছে, সে সব সময় মায়ের কোলে, মায়ের মধ্যে থাকে। বাধা উঠতে পারে, কিন্তু হাজার বাধা তাকে বিচলিত করতে পারে না। সে বিশ্বাস সে শ্রদ্ধা সব সময়, সব অবস্থায়, সব ঘটনায় অটুট রাখা, এ হল যোগের মূল কথা, আর সব গৌণ, এটাই হচ্ছে আসল।

*

এসব বিলাপ ও আক্রোশ তামসিক অহংকারের লক্ষণ—আমি পারি না, আমি মরব, আমি চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘনিয়ে এসে তামসিক অহংকারকে বাড়িয়ে দেয়, এতে সাধনার কোন উন্নতির সাহায্য হয় না। আমি একথা তোমাকে বার বার লিখেছিলাম, আসল কথা আর একবার লিখি। তোমার সাধনা নষ্ট হয়নি, যা পেয়েছিলে তাও চলে যায়নি, পর্দ্দার পিছনে পড়েছে শুধু। সাধনার পথে একটা সময় আসে যখন চেতনা একেবারে physical plane-এ নেমে যায়। তখন ভিতরের সত্তার উপর, ভিতরের অনুভূতির উপর একটা অপ্রবৃত্তির ও অপ্রকাশের পর্দ্দা পড়ে, এমন বোধ হয় যে সাধনা আর কিছুই নাই, aspiration নাই, অনুভূতি নাই, মায়ের সান্নিধ্য নাই,

একেবারে সাধারণ মানুষের মত হয়েছি। এই অবস্থা যে শুধু তোমারই হয়েছে তা নয়, সকলের হয় বা হয়েছে, বা হবে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাধকেরও হয়। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এই যে এটা সাধন পথের একটা passage মাত্র, যদিও বড় দীর্ঘ passage। এ অবস্থায় না নামলে পুরো রূপান্তর হয় না। এই ভূমিতে নেমে সেখানে স্থির হয়ে মায়ের শক্তির খেলা, রূপান্তরের কাজ ডেকে আনতে হয়, আস্তে আস্তে সব cleared হয়ে যায়, অপ্রকাশের বদলে দিব্য প্রকাশ হয়, অপ্রবৃত্তির বদলে দিব্য লীলা ও অনুভূতির প্রকাশ হয়, শুধু ভিতরে নয়, বাহিরে, শুধু উচ্চ ভূমিতে নয়, নিম্ন ভূমিতে, শরীর চেতনায়, অবচেতনায়ও হয়। আর যে সব অনুভূতির উপর পর্দা পড়েছিল, সে-গুলো বেরিয়ে আসে, এই সব ভূমিকেও অধিকার করে। কিন্তু সহজে শীঘ্র হয় না, আস্তে আস্তে হয়—ধৈর্য্য চাই, মায়ের উপর বিশ্বাস চাই, দীর্ঘকালব্যাপী সহিষ্ণুতা চাই। যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যে সাধনা চায়, তাকে সাধনার পথের কষ্ট বাধা বিপরীত-অবস্থাকে সহ্য করতে হয়। শুধু সাধনায় সুখ ও বিলাস চাইলে চলবে না, বাধা আছে বলে, বিপরীত অবস্থা আসে বলে কেবল কান্নাকাটি ও নিরাশা পোষণ করলে চলবে না। তাতে পথ আরও দীর্ঘ হয়। ধৈর্য্য চাই, শ্রদ্ধা চাই, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর চাই।

*

এই কথা, মাকে প্রথম পেতে হবে ভিতর থেকে, বাহির থেকে নয়—বাহির থেকে পেতে গেলে, তাও হয়, ভিতরটাও কখনও তার সান্নিধ্য দ্বারা আলোকিত হয় না। ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে পেলে তার পরে বাহিরটাতে যা আবশ্যক তা realised হতে পারে। এই সত্য দু'একজন ছাড়া কেহ এখনও ভাল করে বুঝতে পারেনি।

*

মায়ের সঙ্গেই যখন ভিতরে সংযোগ হয়েছে তখন আর ভয় নাই। যা পরিবর্ত্তন করতে হয়, তা মায়ের শক্তিই করে দেবে। ওসব পরিবর্ত্তন করতে সময় লাগে কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। কেবল মায়ের সঙ্গে সংযুক্ত, মায়ের নিকট সমর্পিত হয়ে থাক। আর সব নিশ্চয় হবে।

*

যখন এই শূন্য অবস্থা আসে, তখন মনকে খুব শান্ত কর, মায়ের শক্তি আলোককে ডাক বাহির প্রকৃতিতে নামবার জন্য।

*

এই attitudeই ভাল। যখনই বাধা হয়, চেতনার উপর পর্দ্দা পড়ে, তখন বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে মাকে ডাকতে হয় যতক্ষণ পর্দ্দা খসে না যায়। পর্দ্দা পড়ে বটে কিন্তু পিছনে সবই আছে।

*

এ মনে রাখ যে মা দূরে যাননা। সর্ব্বদা নিকটে

ভিতরে আছেন—যখন বহিঃপ্রকৃতির কোনও রকম চঞ্চলতা হয়, তখন সে ভিতরের সত্য ঢেকে ফেলে ঢেউর মত; তাই ওরূপ বোধ হয়। ভিতরে থাক, ভিতর থেকে সব দেখ, কর।

*

ভিতরে মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় আর সেখান থেকে বাহিরের প্রকৃতির বাধা দোষ ত্রুটি দেখতে হয়, দেখে বিচলিত বা বিষণ্ণ বা নিরাশ হতে নাই। স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করে মায়ের আলো ও শক্তির জোরে শুধরিয়ে নিতে হয়।

*

ভিতরে সবই আছে ও মায়ের কাজ ভিতরে হচ্ছে। তবে বাহিরের মনের সঙ্গে যুক্ত হলে সে সব টের পাওয়া যায় না, যতদিন সে মন পূর্ণ আলোকিত না হয়, ভিতরের সঙ্গে এক না হয়।

*

মায়ের ভালবাসা ও সাহায্য সব সময়ই আছে, তাহার অভাব কখনও হয় না।

*

কেহ যদি সচেতন হয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে, মায়ের শক্তির জোরে ধীর-ভাবে ঠেলে দেয় যতবার আসে, শেষে সে বাধামুক্ত হবেই হবে।

*

চলে যাবে কারা? যাদের আন্তরিক ভাব নাই, যাদের মায়ের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই, যারা মায়ের ইচ্ছার চেয়ে নিজের কল্পনাকে বড় বলে দেখে, তারা যেতে পারে, কিন্তু যে সত্যকে চায়, যার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, যে মাকে চায়, তার কোন ভয় নাই, তার যদি হাজার বাধা হয়, সেগুলো সে অতিক্রম করবে, যদি স্বভাবের অনেক দোষ হয় সেগুলো সে শুধরে নেবে, যদি পতনও হয় সে আবার উঠবে, সে শেষে একদিন সাধনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছবেই।

*

ইহা right attitude নয়, তোমার সাধনা ধ্বংস হয় নি, মা তোমাকে ত্যাগ করেন নি, দূরে যান নি, তোমার উপর বিরক্ত হননি—এই সব হচ্ছে প্রাণের কল্পনা, এই সব কল্পনাকে স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর শান্ত সরল ভাবে নির্ভর কর, বাধাকে ভয় না করে মায়ের শক্তিকে তোমার ভিতরে ডাক—যা পেয়েছ সে সব তোমার ভিতরে আছে, নূতন উন্নতিও হবে।

*

শান্ত ও সচেতন থাক, মাকে ডাক, ভাল অবস্থা ফিরে আসবে। সমর্পণ সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে—যেখানে দেখছ হয়নি, সেখানটাও সমর্পণ কর—এইরূপ করতে করতে শেষে সম্পূর্ণ হবে।

*

হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] সাহিত্য [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] শিক্ষা হবে। কিন্তু এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
দেশে দেশে, এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে,
এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

শ্রী [illegible]

সর্ব্বদা স্থির হয়ে মায়ের উর্দ্ধ-চেতনা নামতে দাও—তাতেই বহিশ্চেতনা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

*

শান্তভাবে সমর্পণ করতে করতে চল, পুরাতন সবের যে রূপান্তর দরকার তা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাবে।

*

ভগবানের সন্তান হলেও এমন কোনও সাধক নাই যার মধ্যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দোষ নাই। এই সব যখন টের পাওয়া যায়, তখন reject করতে হয়, মায়ের শক্তির আশ্রয় আরও দৃঢ়ভাবে চাইতে হয় যাতে আস্তে আস্তে এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির দোষ সকল বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বাস ও মায়ের উপর নির্ভর সমর্পণ সব সময় অটুট রাখতে হয়। এসব দোষ সম্পূর্ণভাবে বের করা সময়-সাপেক্ষ; আছে বলে বিচলিত হতে নাই।

*

এতে বিচলিত হয়ো না। যোগপথে এইরূপ অবস্থা আসেই—যখন নিম্নতম শরীর-চেতনায় ও অবচেতনায় নামবার সময় আসে—সে সময় অনেক দিন টিকতে পারে। কিন্তু এ পর্দ্দার পিছনে মা আছেন, পরে দেখা দেবেন, এই নিম্নরাজ্য উপরের আলোকের রাজ্যে পরিণত হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সব সমর্পণ করতে করতে এই বাধাপূর্ণ অবস্থার শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে চল।

*

বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত থাকা চাই, কিন্তু সে সব উপরি-উপরি (outer surface) থাকা উচিত—তুমি নিজে ভিতরে মায়ের নিকট থাকবে আর সেখান থেকে ওই সব দেখবে—ইহাই চাই,—ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান—তার পর ভিতর থেকে মায়ের শক্তি দ্বারা সব বাহিরের কর্ম্ম ইত্যাদি চালিয়ে নেবে, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা। ইহা করতে পারলে আর কোন গোলমাল থাকে না।

*

ভিতরের দিক দিয়ে প্রথমে মাকে পেতে হয়। পরে বাহিরটী যখন সম্পূর্ণ বশে আসে, বাহিরে সর্ব্বদা অনুভব করা যায়।

*

এইটী সব সময় মনে রাখতে হয় যে, যেই অবস্থা হোক, যতই বাধা আসুক, যতই সময় লাগুক কিন্তু মায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে চলতে হয়, তাহলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া অনিবার্য্য– কোনও বাধা, কোনও বিলম্ব, কোনও মন্দ অবস্থা শেষ সফলতাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

*

যেমন এই সাধনায় চঞ্চলতা দূর করতে হয়, দুঃখকেও স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে শান্ত প্রসন্ন মনে এগুতে হয়। যদি মায়ের উপর নির্ভর

থাকে তাহলে দুঃখের স্থান কোথায়। মা দূরে নন, সর্ব্বদা কাছেই থাকেন। সে জ্ঞান সে বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়।

*

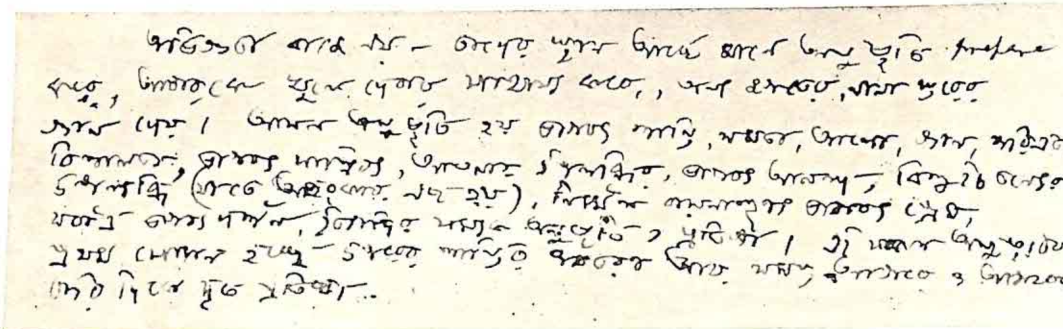
প্রণামে বা দর্শনে মায়ের বাহিরের appearance (চেহারা) দেখে তিনি সুখী বা দুঃখিত ইহা অনুমান করা উচিত নয়। লোকে তাই করে কেবলই ভুল করে, মিথ্যা অনুমান করে মা অসন্তুষ্ট মা কঠোর মা আমাকে চায় না দূরে রাখছে ইত্যাদি কত মিথ্যা কল্পনা আর তাতে নিরাশ হয়ে নিজের পথের নিজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সব না করে নিজের ভিতরে মায়ের উপর মায়ের love (ভালবাসা) ও help (সাহায্য)-এর উপর অটল বিশ্বাস রেখে প্রফুল্ল শান্ত মনে সাধনায় এগুতে হয়। যারা তাই করে, তারা নিরাপদ থাকে—বাধা এলে, অহংকার এলে তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা বলে মা-ই আছেন, তিনি যা করেন তাই ভাল, তাঁকে আমি এমুহূর্ত্ত না দেখতে পেলেও আমার কাছে রয়েছেন, আমাকে ঘিরে রয়েছেন, আমার কোন ভয় নাই। ইহাই করতে হয়। এই ভরসা রেখেই সাধনা করতে হয়।

*

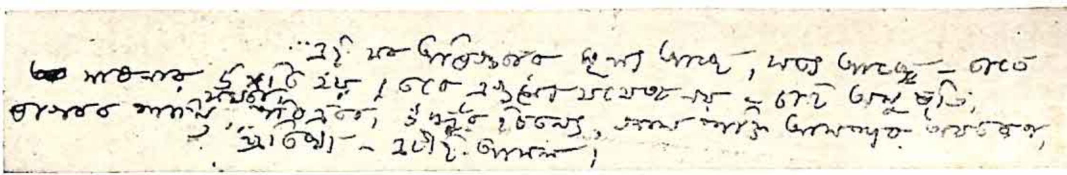
এমন অবস্থা হওয়া চাই যে চেতনা ভিতরে থাকবে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর মায়ের শক্তি কাজ করবে ;

বাহিরের চেতনা সে শক্তির যন্ত্র হয়ে কাজ করবে—কিন্তু এই অবস্থা পুরোপুরি রূপে সহজে আসে না। সাধনা করতে করতে আসে, আর আস্তে আস্তে complete (সম্পূর্ণ) হয়ে যায়।

অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি



*



অভিজ্ঞতা বাজে নয়—তাদের স্থান আছে, অর্থাৎ অনুভূতি prepare (তৈরী) করে, আধারকে খুলে দেবার সাহায্য করে, অন্য জগতের, নানা স্তরের জ্ঞান দেয়। আসল অনুভূতি ভাগবত শান্তি, সমতা, আলো, জ্ঞান, পবিত্রতা বিশালতা, ভাগবত সান্নিধ্য, আত্মার উপলব্ধি, ভাগবত-আনন্দ, বিশ্বচৈতন্যের উপলব্ধি (যাতে অহঙ্কার নষ্ট হয়), নির্ম্মল বাসনাশূন্য ভাগবত প্রেম, সর্ব্বত্র ভাগবত দর্শন, ইত্যাদির সম্যক অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা। এই সকল অনুভূতির প্রথম সোপান হচ্ছে উপরের শান্তির অবতরণ আর সমস্ত আধারে ও আধারের চারিদিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

*

এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, সত্য আছে—তাতে সাধনার উন্নতি হয়। তবে এগুলো যথেষ্ট নয়—চাই অনুভূতি, ভাগবত শান্তি, সমতা, পবিত্রতা, ঊর্দ্ধের চৈতন্য জ্ঞান শক্তি আনন্দের অবতরণ, প্রতিষ্ঠা—এটাই আসল।

*

গাছের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে—গাছগুলির সঙ্গে ভাবের বিনিময় সহজে হয়।

*

এই অনুভূতি খুব ভাল। প্রণামে মা ভিতর থেকে দিচ্ছেন, তাই feel করতে হয়—শুধু বাহিরের appearance দেখে লোকে কত ভুল বুঝে, ভিতরের দান নিতে ভুলে যায় বা নিতে পারে না।

*

হীরার আলো ত মায়েরই আলো, at its strongest, এইরূপ মায়ের শরীর হতে বেরিয়ে সাধকের উপর পড়া খুব স্বাভাবিক, সাধক যদি ভাল অবস্থায় থাকে।

*

না, এ কল্পনা বা মিথ্যা নয়—উপরের মন্দির ঊর্দ্ধ-চেতনার, নীচের মন্দির এই মন প্রাণ শরীরের রূপান্তরিত চেতনা—মা নীচে নেমে এই মন্দির সৃষ্টি করেছেন আর সেখান থেকে সত্যের প্রভাব সর্ব্বত্র তোমার মধ্যে বিস্তার কচ্ছেন।

*

ভাল, এইরূপ করে ঊর্দ্ধচেতনা নামান চাই, শান্ত বিশ্বময় ভাব নিয়ে প্রথম মাথায়, (মানসক্ষেত্রে তার পর হৃদয়ে emotional vital ও psychicএ) তারপরে নাভিতে ও নাভির নীচে (vitalএ), শেষে সমস্ত physical-কে ব্যাপ্ত করে।

*

এই change (পিছনের দিকে) খুব ভাল, অনেক-বার পিছন থেকে এই ধরণের আক্রমণ আসে, কিন্তু

মায়ের শক্তি ও চৈতন্য সেখানে থাকলে আর প্রবেশ করতে পারে না। সাদা পদ্মের অর্থ এই যে সেখানে মায়ের চৈতন্য প্রকাশ হচ্ছে।

*

মাথায় এইরূপ হওয়ার অর্থ এই যে মন সম্পূর্ণ খুলেছে ও উপরের চেতনা গ্রহণ করেছে।

*

ইহাই চাই—বাহিরের জিনিষ ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে এক হওয়া, ভিতরের ভাবকে গ্রহণ করা।

*

দেহকে এইরূপ দেখা ভাল। তবে দেহের মধ্যে চৈতন্য আবদ্ধ না থাকলেও চৈতন্য বিশাল অসীম হয়ে গেলেও দেহকে চৈতন্যের অংশ ও মায়ের যন্ত্র বলে স্বীকার করতে হয়, শারীর চৈতন্যও রূপান্তর করতে হয়।

*

ইহা খুব ভাল লক্ষণ, এ নিম্নচেতনাই উঠে যাচ্ছে ঊর্দ্ধচেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। উপরের চেতনাও নামছে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

*

ইহা তোমার আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভিতরের বুদ্ধি চিন্তা দৃষ্টি ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র—সে এখন pressure-এর দরুন এমন খুলে গেছে জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে যে ঊর্দ্ধ-চেতনার সঙ্গে

যুক্ত হয় আর উর্দ্ধ চেতনার প্রভাব সমস্ত আধারের উপর বিস্তার করে।

*

মাথার উপরেই আছে উর্দ্ধচেতনার স্থান, ঠিক মাথার উপরে সে আরম্ভ হয় আর সেখান থেকে উঠে আরও উপরে অনন্তে। সেখানে যে বিশাল শান্তি ও নীরবতা আছে তারই Presence তুমি অনুভব কর। সে শান্তি ও চেতনা সমস্ত আধারে নামা চাই।

*

বড় স্তরটী অধ্যাত্ম চেতনা হবে, তার মধ্যে সত্যের মন্দির, তোমার vital-এর সঙ্গে এই স্তরের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, উর্দ্ধের শক্তি vital-এ ওঠা-নামা করছে যেন সেতু দিয়ে।

*

অনেকের কুণ্ডলিনীর জাগরণের অনুভূতি হয় না, কয়েকজনের হয়—এই জাগরণের উদ্দেশ্য সকল স্তর খুলে দেওয়া আর উর্দ্ধ-চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও হয়।

*

মায়ের মধ্যে থেকেই একটী emanation অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও চেতনার অংশ, প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি হয়ে প্রত্যেক সাধকের কাছে একজন বেরিয়ে আসেন বা থাকেন

তাকে সাহায্য করবার জন্যে—প্রকৃত পক্ষে মা-ই সেই রূপ ধরে আসেন।

*

যে বিশালতা অনুভব করছ তার মধ্যে ঊর্দ্ধে বাস করতে হবে, ভিতরে গভীরেই তারই মধ্যে বাস করতে হবে—কিন্তু ইহা ছাড়া সর্ব্বত্র প্রকৃতির মধ্যে, এমন কি নিম্ন প্রকৃতির মধ্যেও, সে বিশালতা নামা চাই। তখন নিম্ন প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কারণ এই বিশালতা মায়ের চৈতন্যের বিশালতা—সংকীর্ণ নিম্ন প্রকৃতি যখন মায়ের চৈতন্যের মধ্যে বিশাল মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে মূল পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হতে পারবে।

সূক্ষ্মদর্শন - প্রতীক - বর্ণ

যেমন ধ্যানে নানা রকম দৃশ্য দেখা যায়, সেই রকম ধ্যানে লেখাও দেখা যায়। এই সব লেখাকে আমরা লিপি বা আকাশলিপি নাম দি, এই লেখাগুলো বন্ধ চোখেও দেখা যায়, খোলা চোখেও দেখা যায়।

*

এই সকল হচ্ছে symbols—যেমন সাদা ফুল চেতনার প্রতীক, সূর্য্য জ্ঞানের বা সত্যের, চন্দ্র অধ্যাত্ম-জ্যোতির, তারা সৃষ্টির, অগ্নি তপস্যার বা aspiration-এর।

সোনার গোলাপ = সত্যচেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ।

সাদা পদ্ম = মায়ের চেতনা (Divine Consciousness)

*

গাভী চেতনা ও আলোকের প্রতীক। সাদা গাভীর অর্থ উপরের শুদ্ধ চেতনা।

*

শিশুটী তোমার psychic being, তোমার ভিতরে সত্যের জিনিষ বার করে আনছে—রাস্তাটী হচ্ছে higher mind-এর রাস্তা, সত্যের দিকে উঠছে।

*

বেদযজ্ঞে পাঁচটী অগ্নি থাকে, পাঁচটী না থাকলে যজ্ঞ

পূর্ণ হয় না। আমরা বলতে পারি psychic-এ, মনে, প্রাণে, দেহে ও অবচেতনায়, এই পাঁচটী অগ্নির দরকার।

*

গাছটী ভিতরের spiritual life, তার উপরে বসেছে সত্যের বিজয়-স্বরূপ স্বর্ণময়ূর, প্রত্যেক ভাগে; চন্দ্র অধ্যাত্ম শক্তির আলো।

*

মাথার উপরে একটী পদ্ম আছে, সে হচ্ছে ওই উর্দ্ধ-চেতনার কেন্দ্র। সে পদ্মই হয়ত ফুটতে চায়।

*

প্রাণে যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছিল, সেটাই অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সবুজ রঙের অর্থ খাঁটি প্রাণশক্তি। সূর্য্যের উদয়=সত্যচেতনার প্রকাশ প্রাণভূমিতে।

*

চন্দ্র=অধ্যাত্মের আলোক।
হস্তি=বলের প্রতীক।
সোনার হস্তি=সত্যচেতনার বল।
সবুজ ত emotion-এর আলোর রং।

*

সূর্য্যের অনেক রূপ আছে, অনেক বর্ণের আলোর; সূর্য্য যেমন লাল, তেমনই হিরণ্ময়, নীল, সবুজ, ইত্যাদি।

*

নীল = Higher mind, সূর্য্যের আলো = Light of Divine Truth

উজ্জ্বল লাল = Divine Love, নয় উর্দ্ধচেতনার Force.

*

প্রাণের উর্দ্ধগামী অবস্থা ভগবানের দিকে সত্যের দিকে। সত্যের (সোনার রং) ও higher mind-এর (নীল আলোর) প্রভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠে নেমে ঘুরছে, সেই উর্দ্ধগামী প্রাণচেতনায়।

*

নীল আলো আমার, সাদা আলো মায়ের—যখন উর্দ্ধ-চেতনা (higher consciousness) বিশ্বময় ভাব নিয়ে আধারে প্রথম নামতে সুরু করে, তখন নীল আলো দেখা খুব স্বাভাবিক।

*

ইহা হচ্ছে মনের উপর উর্দ্ধচৈতন্য, যেখান থেকে আসে শান্তি শক্তি আলো ইত্যাদি—সাদাপদ্ম মায়ের চৈতন্য, লালপদ্ম আমার চৈতন্য—সেখানে জ্ঞান ও সত্যের আলো সর্ব্বদা আছে।